গাংনীতে রোগীর পেটে কাঁচি রাখার দায়ে ডাক্তার জেল হাজতে

বাচেনা খাতুন নামের এক রোগির পেটে (সিজারিয়ান) কাঁচি রাখার অভিযোগে আনীত মামলায় মেহেরপুরের গাংনীর রাজা ক্লিনিকের স্বত্ত্বাধিকারী ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজার জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ রোববার(২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মোঃ তারিক হাসান ডাক্তার রাজার জামিন না মঞ্জুর করেন।

জানা গেছে, ২০০২ সালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা হাপানিয়া গ্রামের দিনমজুর আব্দুল হামিদের স্ত্রী গৃহবধু বাচেনা খাতুন পিত্তথলির অপারেশন করেন গাংনীর রাজা ক্লিনিকে। বাচেনা খাতুনের অপারেশন করেন চিকিৎসক মিজানুর রহমান। তার সহকারী হিসেবে ছিলেন ডাক্তার পারভিয়াস হোসেন রাজা ও অ্যানেস্থেসিয়া করেন ডা. তাপস কুমার।

অপারেশনের এক সপ্তাহ পর বাচেনা খাতুনকে প্রেসক্রিপশন দিয়ে ক্লিনিক থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পেটে ব্যথা ভাল না হওয়া ২০ বছর যাবত পেটের যন্ত্রনা নিয়ে ঘুরেছেন বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা নিতে বিক্রি করেছেন ভিটেমাটিও সহায় সম্বল।

অবশেষে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে করানোর সময় তার পেটে সন্ধান পাওয়া যায় অপারেশনকালে ডাক্তারের রেখে দেওয়া(সিজারিয়ান) কাঁচির। বিষয়টি জানা জানি হলে ডা. রাজা বাচেনাকে চুয়াডাঙ্গা সরকারী হাসপাতালে অপারেশন করান। বের করা হয় ২০ বছর আগের রেখে যাওয়া কাঁচি।

মেহেরপুর আদালতের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ তারিক হাসান স্বপ্রনোদিত হয়ে একটি মামলা করেন ও মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সারোয়ারকে ঘটনা তদন্ত করার নির্দেশ দেন। সেই সাথে ঘটনা তদন্তে সিভিল সার্জন ডাঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকীকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বলা হয়।

অপরদিকে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে ঘটনা তদন্তে গত ৫ জানুযারী গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো: আশরাফুজ্জামান লিটনকে প্রধান ও মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট সার্জারী মো: ফজলুর রহমান, মেহেরপুর সিভিল সার্জন কার্যালয়ের চিকিৎসক ফয়সাল হারুনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। কমিটি চিকিৎসক মিজানুর রহমানকে প্রধান আসামী করে প্রতিবেদন জমা দেন। অন্যান্য আসামীরা হচ্ছেন- অ্যানেস্থেসিয়া ডা. তাপস কুমার ও ডা. পারভিয়াস হোসেন রাজা।

আজ রোববার দুপুরে অভিযুক্তরা আদালতে জামিন নিতে গেলে আদালত ডা, মিজানুর রহমান ও ডা, তাপস কুমারকে জামিন প্রদান করলেও ডা, রাজার জামিন না মঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

উল্লেখঃ ভৃক্তভোগী বাচেনাকে নিয়ে বিভিন্ন গত ৩ জানুয়ারী ২০২২ ইং তারিখে সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং ৫ জানুয়ারী আদালত স্বপ্রনোদিত হয়ে মামলা দায়ের করেন। মামলায় তিন জনকে আসামী করা হয়েছিল।

আলমডাঙ্গায় যুবকের হাত-পা বিছিন্ন মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে কাটা পড়ে সানারুল ইসলাম (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন।

আজ রোববার সকাল ১০ টায় আলমডাঙ্গা উপজেলার রেলজগন্নাথপুর গ্রামের মাঠের ভিতর রেললাইনের উপর থেকে মরদেহ উদ্ধার করে রেলওয়ে ফাড়ি পুলিশ। নিহত সানারুল ইসলাম আলমডাঙ্গা উপজেলার পারকুলা গ্রামের আব্দুল আলিমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, আজ ভোর ৪ টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী আন্তঃনগর চিত্রা এক্সপ্রেক্স ট্রেনে কাটা পড়েন সানারুল। তার ডান হাত ও দুই পা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, ভোরে রেললাইন পার হওয়ার সময় চলন্ত ট্রেনে কাটা পড়েছেন

তিনি।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির উপ-পরিদর্শক মাসুদ রানা বলেন, নিহতের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। মরদেহ ময়না তদন্তের জন্য সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে। ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীর বামন্দী সড়কে রাস্তায় গাছ ফেলে গণডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে বামন্দী- তেঁতুলবাড়িয়া সড়কে গাছ ফেলে আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত আড়ইটা পর্যন্ত ডাকাতরা পথচারীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা লুট করে নির্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করে। পরে পুলিশের একটি টীম ডাকাতের কবলে পড়া পথচারীদেরকে উদ্ধার করে।

দেবীপুরের জাহিদ হাসান জানান, তিনি তার ক্লিনিকে দাপ্তরীক কাজ শেষে নিজ গ্রাম দেবীপুর যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি ডাকাতদের কবলে পড়েন। ডাকাতরা রাস্তায় গাছ ফেলে পথরোধ করে অন্ততঃ ২০ জনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মী করে টাকা পয়সা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ডাকাত দলটি একটি ট্রাক থামিয়ে পথচারীদেরকে ট্রাকে উঠতে বলে। তিন ঘন্টা ব্যাপী সড়কে অবস্থান নিয়ে ডাকাতরা অন্ততঃ দেড়লাখ টাকা লুট করে নেয়। পরে ডাকাতরা লুট করা মোবাইল ফোনগুলো ফেলে স্থান ত্যাগ করে। টের পেয়ে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পথচারীদেরকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠায়। একই কথা জানালেন ডাকাতের কবলে আসিক আহমেদ।

উল্লেখ্য, চার মাস আগেও একই স্থানে পথচারীদেরকে জিম্মী করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে ডাকাত দল। পুলিশের টহল জোরদার না করায় ডাকাতির ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ডাকাতির ঘটনা তিনি শুনেছেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শ করেন।ডাকাতদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

আলমডাঙ্গায় ৯ দিনের ব্যবধানে আবারও জোড়া খুন

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান হত্যার রেশ কাটতে না কাটতে আবারও স্বামী-স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে ও গলায় আঘাত করে হত্যা করেছে দৃর্বৃত্তরা। নজির উদ্দিনকে প্রথমে হাত ও মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে। জমি-জমা সংক্রান্ত অথবা পূর্ব বিরোধের জেরে এ হত্যাকান্ড ঘটতে পারে বলে স্থানীয়রা জানান। দুর্বৃত্তরা হত্যার পর বাড়ির বাইরের গেটে তালা লাগিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

পুলিশ গতকাল শনিবার বিকেলে দুই জনের মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করেন।

হত্যা রহস্য উদঘাটন ও ঘটনার সাথে জড়িতদের সনাক্তে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি।
নিহতরা হলেন- আলমডাঙ্গা উপজেলার পুরাতন বাজারপাড়ার মৃত হাতেম আলির ছেলে নজির উদ্দিন (৬৯) ও তার স্ত্রী ফরিদা খাতুন(৬১)।

চুয়াডাঙ্গা সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আনিসুজ্জামান লালন বলেন, নিহতের মেয়ে দিলারা পারভিন শিলা শনিবার সকালে প্রথমে পিতার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দিলে বন্ধ পায়। পরে মায়ের মোবাইল ফোনে কল দিলে কেউ রিসিভ করেনি। এরপর শিলা ও তার স্বামী ওয়াহেদুজ্জামান লেন্টু মিলে আসেন বাবার বাড়িতে। মা-বাবাকে ডাকাডাকি করে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তারা একজন পথচারিকে বাড়ির সীমানা প্রাচীর টপকে ভেতরে পাঠায়। পথচারী বাড়ির ভিতরে ঢুকে নজির আহমেদকে গোসলখানার মধ্য পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

শিলা বিষয়টি প্রথমে মোবাইল ফোনে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে জানালে

তারা বাড়ির বাইরের গেটের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পুলিশ দেখতে পায় কাপড় দিয়ে হাত ও মুখ বাধা অবস্থায় নজির আহমেদের লাশ পড়ে আছে গোসল খানার মধ্য। ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকে ও গলায় আঘাত করে। ফরিদা খাতুনের লাশ ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। তার গলায় ও বুকে আঘাতের চিহৃ রয়েছে।

পুলিশ সুরতাহল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। আর ঘটনাস্থলে পিবিআই, সিআইড এর একটি দল নমুনা সংগ্রহ করে।
এলাকাবাসী ও স্থানীয়রা জানায়, জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ডাবল মার্ডার সংঘটিত হয়েছে। নজির আহমেদ স্থানীয় একই এলাকার স্বর্গীয় শীব নারায়ণ ভৌতিকার জমি জাল দলিল করে দখল করে নেয়। নজির আহমেদের আদালতে প্রায় ২০টির বেশি মামলা চলমান রয়েছে জমি-জমা নিয়ে।

স্থানীয়রা আরও জানান তিনি এলাকায় শত কোটি টাকার বেশি সম্পদ জাল দলিল করে অন্যত্র বিক্রি করেছেন। আলমডাঙ্গায় ৯ দিনের ব্যবধানে আবারও জোড়া খুনের ঘটনা ঘটলো। আইশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ায় উপজেলাবাসী নিরাপত্তাহিনতায় ভুগছেন। পুলিশি ভূমিকা জোরদার হলে এ ঘটনা ঘটতোনা।

নজির আহমেদ প্রায় ৪০ বছর আগে ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুন্ড উপজেলার হুলিয়া গ্রাম থেকে আলমডাঙ্গায় এসে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে পুরাতন সাব-রেজিষ্টি অফিস ভবন সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে স্বামী- স্ত্রী বসবাস করতেন। এ দম্পতির একমাত্র মেয়ে দিলারা পারভিন শিলা।

স্থানীয়রা আরও জানান, তিনি সিনেমা হল, চাতাল, বালিসহ বিভিন্ন ব্যবসা করতেন। নজির শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় শীব নারায়ণ ভৌতিকার পোষ্যপুত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। নজির জাল দলিল করে তার সম্পদ দখল করে নেয়। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলমান রয়েছে।

এ বিষয়ে শিব নারায়ণের ছেলে পবন কুমার ভৌতিকার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার ফোন রিসিভ করেননি।
আলমডাঙ্গা হারদী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সাইদুর রহমান বলেন, হঠাৎ মোবাইল ফোনে দেখি এখানে একটি হত্যাকান্ড ঘটেছে তা দেখতে ছুটে আসি। বর্তমানে আইনশৃঙ্খলার যে অবস্থা তাতে করে আমরা সাধারণ মানুষ চারম আতঙ্কের মধ্য জীবন-যাপন করছি। আলমডাঙ্গাসহ আশপাশের এলাকায় বেশ কিছু দিন ধরে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। যা দু:খজনক ও বেদনাদায়ক। সুষ্ঠ ভাবে তদন্ত করে অপরাধীদের সনাক্ত করা হোক।

আলমডাঙ্গাসহ চুয়াডাঙ্গায় শান্তি ফিরিয়ে আনা হোক।
নিহতের মেয়ে দিলারা পারভিন শিলা বলেন, জমি নিয়ে প্রতিবেশিদের সাথে বেশকিছুদিন ধরে বিরোধ ছিল। সরকারি জায়গায় ইজারা নিয়ে থাকতো আমার বাবা-মা। এ হত্যাকান্ডের বিচার চায় আমরা। আমার বাবা- মার মত ভাল মানুষ নেই। আমার অসুস্থ বাবা-মাকে যারা খুন করেছে আমি তাদের বিচার দাবি করছি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আরও বলেন, হত্যা রহস্য উদঘাটনে কাজ শুরু করেছে পুলিশের কয়েকটি দল। সব বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। লাশ ময়না তদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য-দিবালোকে আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছেসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরানকে কুপিয়ে হত্যা করে মাসুদ রানা ও সাকিব হোসেনসহ বেশকয়েক জন। তাকে উদ্ধার করে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর দিনে ইমরানের পিতা বাদী হয়ে ৬ জনের নাম উল্লেখ করে আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। হত্যা মামলার প্রধান আসামী মাসুদ রানাকে পুলিশ ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে কুষ্টিয়ার একটি ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন বলেন, নিহত দম্পত্তি খুনের বিষয়ে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। খুব দ্রুতই খুনিদের সনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

এক সপ্তাহের ব্যবধানে তিনটি মার্ডার প্রসঙ্গে পুলিশের এ কর্মকর্তা বলেন, প্রত্যেকটি ঘটনার পিছুনে কোন কিছু উদ্দেশ্য থাকে। আমরা প্রত্যেকটি দিক খতিয়ে দেখছি। ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত প্রধান আসামী মাসুদ রানাকে কুষ্টিয়ার একটি ছাত্রাবাস থেকে গ্রেফতার করে। এই দম্পত্তি খুনের সাথেও জড়িতদের গ্রেফতার করতে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে।

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট মাহফুজুর রহমান নবাব আটকের পর থেকে রাশিয়ান জুয়া সাইট ওয়ান এক্সবেট বাংলাদেশে বন্ধ করে দেয় প্রতিষ্ঠানটি। এখন তারা মেইলবেট ও লাইনবেট সাইটের মাধ্যমে জুয়ার লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন। মেহেরপুর পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানের ফলে অনেক জুয়াড়ি গা ঢাকা দিয়েছেন। কৌশলে জেলার বাইরে থেকেও লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি অনলাইন জুয়ার সংবাদ প্রকাশ ও পুলিশের অভিযান শুরু হওয়ার পর মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে যোগাযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ এক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া ভিডিও সাক্ষাৎকারে দুর্লভ কিছু স্বীকারোক্তি দেন। স্বীকারোক্তিতে যাদের নাম জানান, তাদের নাম এখনো পর্যন্ত কোন সংবাদে কিংবা পুলিশের তালিকায় উঠে আসেনি। ওইসকল নামগুলো যাচাই বাছাইয়ে মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধান চলছে। অনলাইন জুয়ার এ সকল মাস্টারমাইণ্ডরা ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে দেদারছে বুকফুলিয়ে জুয়া চালিয়ে যাচ্ছেন।

তার স্বীকারোক্তী থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালে করোনাকালীন সময়ে মূলত কয়েকজন অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। তারা হলেন- কোমরপুর গ্রামের মুকুল ইসলাম, নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার, নুরুল ইসলাম ওরফে লালন মাস্টার, মাদার আলী ওরফে মাদার মাস্টার এদের অন্যতম। আমাদের আজকের পর্বে থাকবে এই চারজনকে নিয়ে যারা অনলাইজন জুয়ার মূল হোতা। তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে অনলাইন জুয়ার দূর্গ। তারাও হয়েছেন কোটিপতি। এদের রয়েছে প্রায় দু’ডজন এজেন্ট। যারা এই চারজনের চ্যানেল নিয়ে নিয়মিত অবৈধ ট্র্যানজেকশন করে চলেছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে এসকল এজেন্টদের নাম ও পরিচয় এসেছে। পরবর্তিতে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে। ওই এলাকার এক তরুণ ইতোমধ্যে রাশিয়া গিয়ে লাইনবেট অফিসের মাধ্যমে পুরো অনলাইন জুয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

চার হোতাদের মধ্যে নুরুজ্জামান ওরফে জামান মাস্টার ও নুরুল ইসলাম মাস্টার দুজনই মুজিবনগর আদর্শ মহিলা কলেজে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু কলেজটি এখনো এমপিও ভুক্ত হয়নি। তারা দুজনই মুকুল ইসলামের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। অপরদিকে, মাদার মাস্টার নিজেই এ অনলাইন জুয়ার হোতা হয়ে উঠেছেন।

নুরুজ্জামান মাস্টার ঢাকার একটি গার্মেন্টেসে চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজ গ্রামে চলে আসেন। কলেজ শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি নবাব ও মুকুলের মাধ্যমে অনলাইন জুয়ায় জড়িয়ে পড়েন। এর পর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কোমরপুর বাজারে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এজেন্ট নিয়ে ব্যাংকিং ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। মূলত অনলাইনের লেনদেনগুলো যেন তার ব্যাংকে থেকেই করতে পারেন। পাশাপাশি কেউ যেন সন্দেহ করতেও না পারেন তাকে। কোথায় থেকে এত টাকা মালিক হচ্ছেন। বছর তিনেক আগে মাটির ঘরে বসবাস করলেও বর্তমানে আলিশান বাড়ি তৈরি করেছেন। ব্যবহার করেন দামি মোটরসাইকেলও। কয়েক মাস আগে তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে এসেছিলো। অজানা কারণে তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে।

তবে মাস খানেক আগে তার ব্যাংকে গিয়ে তার সাথে কথা বলে মেহেরপুর প্রতিদিনের একটি টিম। তিনি বলেন, জুয়া কি জিনিস আমি জানি না। কিভাবে বা কারা এসব খেলে তাও জানিনা। কিন্তু বিভিন্ন জন এই ব্যাংক দেওয়ার পর থেকে আমাকে জুয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে। এর আগে পুলিশও আমাকে সন্দেহ করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বলে তিনি স্বীকারও করেন।

নুরুল ইসলাম মাস্টার গরিব ঘরের সন্তান। তিনি মুজিবনগর আদর্শ কলেজের শিক্ষক। তিনিও জড়িয়ে পড়েন অনলাইন জুয়ায়। শুরু করেন লাইনবেট অনলাইন জুয়ার এজেন্ট হিসেবে। পরবর্তিতে তিনি কেদারগঞ্জ বাজারে সিটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। তার পাশে মার্কেন্টাইল ব্যাংক নামের আরেকটি ব্যাংকের এজেন্ট নিয়েছেন। পরবর্তিতে আরো একটি ব্যাংকের এজেন্ট নেন। তিনি স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, কয়েকমাস আগে তিনি একই দাগে প্রায় কয়েক বিঘা জমি কিনেছেন প্রায় কোটি টাকা দিয়ে। দুই তলা বিশিষ্ট বাড়িও করেছের নিজ গ্রামে। আর এ সবকিছুর উৎস অনলাইন জুয়া।

আরও পড়ুন মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে। তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি ইনকামের নেশায় মাহফুজুর রহমান নবাবের সাথে অনলাইন জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তিতে তার মাধ্যমে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট চ্যানেল দিয়ে পুরো এলাকা অনলাইন জুয়ায় ছাপিয়ে দেন। বিভিন্ন জনের কাছে থেকে বিভিন্ন অংকের টাকা নিয়ে তিনি লাইনবেটের এজেন্ট বিক্রি করেন। এবং একই সঙ্গে নিজেও জুয়া খেলেন। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন জনের কাছে থেকে তিনি চ্যানেল বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কিন্তু অনেককেই চ্যানেল দিতে পারেননি। তিনি নিজেও জুয়া খেলে চ্যানেল বিক্রির টাকা নস্ট করে সর্বশান্ত হয়েছেন। অন্যান্যরা কোটিপতি হলেও তিনি জুয়ায় হেরে ধীরে ধীরে নি:স্ব হচ্ছেন বলেও খবর পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে মুকুলের সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি জানান, এই প্রথম কোন সাংবাদিক কিংবা পুলিশ তার সাথে জুয়া নিয়ে কথা বললো। তিনি অকপটে স্বীকার করে বলেন, লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু একটা আয় করতে হবে এই নেশায় জড়িয়ে পড়িছিলাম। তবে আমি হতাশ। এই জীবনে অনেক সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি। বরং আমি অনেকের কাছে থেকে টাকা ধার নিয়েছি জুয়া খেলার জন্য। এখন কেউ আমার ফোনটাও ধরতে চাই না। কয়েকদিন আগে আমার পরিবার জমি বিক্রি করে একজনকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছে। আপনার মাধ্যমে জামান মাষ্টার, নুরুল মাষ্টাররা এজেন্ট নিয়েছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি তাদের কিভাবে কি করতে হয় তাই শিখিয়ে দিয়েছি। কারণ আমি অনলাইন সম্পর্কে বুঝি এই জন্য। এর বেশি কিছ’ বলবো না। তবে তাছাড়া তারা কিভাবে এত টাকার মালিক হয়েছেন তাতো বুঝতেই পারছেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম বলেন, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত কয়েকজনকে আটকের পর তাদের জিজ্ঞাসাবাদে অনেকের নাম পাওয়া গেছে। কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন শিক্ষকের নামও পাওয়া গেছে। আমরা কাজ করছি। অনলাইন জুয়া অথবা অবৈধ ট্র্যানজেকশনের সাথে যারাই জড়িত থাকবে তাদের আইনের আওয়তায় আনা হবে।
(চলবে…)

এ সংক্রান্ত অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

গাংনীতে বিকাশে জাল নোট দিয়ে ধরা খেলেন পটুয়াখালির ফকরুল

১২ হাজার টাকার জাল নোট বিকাল করতে এসে জনতার হাতে আটক হলেন পটুয়াখালী জেলার ফখরুল ইসলাম (৪১) নামের এক প্রতারক।

ফখরুল ইসলাম পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার খেজুরবাড়িয়া গ্রামের মৃত সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪ টার দিকে গাংনী উপজেলার করমদী বাজার এলাকায় এই প্রতারণা করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হন এই প্রতারক। পরে তাকে কিছু উত্তম মাধ্যম দিয়ে গাংনী থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপির ৭ নং (ওয়ার্ডের সদস্য) করমদি গ্রামের মেম্বর আব্দুল ওহাব বলেন, স্থানীয় একটি বিকাশের দোকানে ১২ হাজার টাকা বিকাল করে এজেন্টকে জাল টাকা দিয়ে প্রতারক ফখরুল ইসলাম ধরা পড়ে। পরে তাকে ১২টি জাল ১ হাজার টাকার নোট সহ বামন্দী পুলিশ ফাঁড়ির কাছে সোপর্দ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মামলা দায়ের পূর্বক আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মুজিবনগরে জাঁকজমকপূর্ণভাবে

মীনা দিবস উদযাপন

মুজিবনগরে আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালিত হলো মিনা দিবস।এ উপলক্ষ্যে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা, গল্প শোনানো এবং শিশুদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

‘নিরাপদ ও আনন্দময় পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা’-এ স্লোগাণকে ধারণ করে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা চত্বর থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি উপজেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ওবাইদুল্লাহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন, উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার এহসানুল হাবিব এবং আলাউদ্দীনসহ বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক – অভিভাবকবৃন্দ ও বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী।

শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা পরিষদ হল রুমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে শিশু একাডেমি আয়োজিত প্রাথমিক স্তরের চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

প্রতিযোগীতা শেষে প্রতিযোগিতার সেরাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

কোটচাঁদপুর যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

দেশব্যাপি যুব দল নেতা হত্যার প্রতিবাদ, অমানবিক নির্যাতন, তেল, গ্যাস, সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবৈদ্য সরকার পতনের দাবীতে

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন।

শনিবার বিকালে কোটচাঁদপুরে দলটি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে করেন। দলটি মেইন বাসস্ট্যান্ডে উপজেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়।পরে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পায়রা চত্বরে সমাবেশে স্হলে এসে মিলিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর যুব দলের আবহায়ক মোঃ ফয়েজ আহমেদ তুফান। উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুলের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুন-উর-রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা টিপু,দপ্তার সম্পাদক মোঃ শহিদুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ আশরাফ আলী, সাধারন সম্পাদক মোঃ মফিজুর রহমান, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, যুবদল নেতা অমেদুল ইসলাম, সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক রিপন শেখ, যুগ্ম আহ্বায়ক বেনজামিন,যুগ্ম আহ্বায়ক টুটুল, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, সেচ্ছাসেবক দল নেতা ডিপলু, জনি সহ বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠন নেতাকর্মী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সে সময় সরকার বিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন বিক্ষোভ সমাবেশ স্থল।

ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

মুন্সিগঞ্জে বিএনপির উপর পুলিশের গুলিবর্ষণে গুলিবিদ্ধ যুবদল কর্মী শাওন ভূঁইয়া নিহতের প্রতিবাদে ঝিনাইদহ জেলা যুবদল বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে।

শনিবার দুপুরে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে জেলা যুবদলের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলটি ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সামনে থেকে বের করে শহরের এইচএসএস সড়কে পৌছলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখান থেকে ফিরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে তারা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে।

সমাবেশে জেলা বিএনপি সভাপতি এ্যাড. আব্দুল মজিদ,সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম পিন্টুসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, এই সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে। সরকার পতন এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র। যে ভাবে তারা বিএনপির বিভিন্ন নেতা কর্মীদের হত্যা, নির্যাতন করছে তাতে তাদের শেষ রক্ষা হবে না।

ঝিনাইদহে ন্যাপের জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন

ধর্ম কর্ম গণতন্ত্রের নিশ্চয়তাসহ সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ এই শ্লোগানে ঝিনাইদহে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপে)’র প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিধান চন্দ্র বিশ্বাসকে সভাপতি এবং ইসতিয়াক মাহমুদ পাভেল কে সাধারণ সম্পাদক করে ২৭সদস্য বিশিষ্ট ন্যাপের জেলা কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে শহরের শহীদ সোহরাওয়ার্দী সড়কে জেলা ন্যাপের অস্থায়ী কার্যালয়ে এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বিধানচন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে এবং ইসতিয়াক মাহমুদ পাভেল এর পরিচালনায় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এ্যাড. এনামুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক পরিতোষ দেবনাথ,

সাংগঠনিক সম্পাদক নাসিমা হক রুবি, ও প্রচার সম্পাদক গোলাম নবী মিঠুসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

বক্তব্য বক্তারা বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অসনীয় মূল্যবৃদ্ধি, ঘুষ, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা রুখে দিতে এবং শান্তি নিরাপত্তা, সুশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সৎ আদর্শিক রাজনীতির আন্দোলন জোরদার করা প্রয়োজন। সেজন্য সমাজতন্ত্রের বিকল্প নেই।

বক্তারা আরও বলেন আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন একটি শক্তিশালি নির্বাচন কমিশনের অধিনে অবাধ সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হোক আমরা তাতে অংশ গ্রহন করব বলে প্রত্যাশা করি। দেশে যেন মৌলবাদী শক্তি আর মাথাচড়া দিয়ে না উঠতে পারে সে ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহবান জানান।